বৃষ্টি

এম আর হাসান

চারপাশটা অন্ধকার
ল্যাম্পপোস্টের আলো বিশেষ কিছু নয়
গভীর কুয়াশার মতন বৃষ্টি পড়েই চলেছে
শান্ত একখানা পথে
পথ থেকে কিছুটা দূরে বড় একটা রাস্তা
সোজা চলে গেলে তিন নম্বর সেক্টর
সামনে এগুলেই এয়ার পোর্ট
বিজলী চমকায়
এক চিলতে মুখখানা চিনতে বড় বিভ্রম হয়
একি সেই ?
না'কি তার ছায়া ?

জলে ভেজা রাস্তা কামড়ে যেতে থাকে
ফিয়াট গাড়ীটা
ঝাপটার মতন হাওয়া এসে দুলিয়ে দেয়
সেও চমকে ওঠে দেখে
ঘোলা কাঁচের ভেতরে
গায়ের গন্ধ এসে লাগে নাকে
শৈশব কৈশর কেটেছে যারে ভেবে
এতোটা যৌবন হলো
অধৃত অরিক্ত
কতো কতো দেয়াল আড়াল -

ড্রাইভার গাড়ী থামাও
দরজা খুলে মেঘবতী
ঝুম্ ঝুম্ বৃষ্টিতে
চারধার নিকষ অন্ধকার
পরনে সাদা শাড়ী কাশ্মিরি চাদরে মানিয়েছেও বেশ
নাকে হীরের ফুল
পায়ে রূপোর নূপূর
রিনি্ঝিনি্তে
ছাপড়ির ধুয়ে যাওয়া জল
গুটিয়ে নিলো সবটুকু
মরা চোখে এক ঝলক সব দেখে নিলো
মানুষটা
অতীত ভুলে আবার কোথায় যাবে ?

ছায়াটা কাঁপছে
কী ভীষন ভয়ার্ত শীত
বুকের মধ্যে
কাশিতে রক্তের ছোপ্ ছোপ্ দাগ
জীবন বেরিয়ে গেছে যার
তার আবছায়া
মুড়িয়ে নিলো চাদর দিয়ে .... ।

ড্রাইভার আপনি চলে যান
আমি হেঁটেই বাড়ী ফিরবো
আকাশ কাঁপিয়ে জলের ছট্া লাগলো চোখে মুখে
মানুষটা তাকালো আকাশের পানে
জলে জলে ধুয়ে দিলো
দুখের নীল বর্ণ
নীল কণ্ঠে বুলিয়ে গেলো হাতটা
নির্বিষ
বুকের ঠিক ওপরে যে পাশটায় হৃদয় নেই
আরেকটা হৃদয় এসে বসলো পাশে ..... ।

লোহার ফটকটা একটু ভেড়াতেই
বেলীফুলের নরম সুবাসে ধাক্কা লেগে গেলো
ঠিক তখনই কানে ভেসে আসে ঃ
এখানে দাঁড়াও
এই আমি আসছি ।

নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই
এক
শুন্য
টাইমস্ আপ
সে ফিরে এলো না ।
মানুষটা এসে দাঁড়ালো
মেঘলা আকাশে
কেঁদে কেঁটে বুকে জড়িয়ে নিলো বৃষ্টির ফোঁটা গুলো ।

৫ ই জানুয়ারী ২০০৬ সিডনি
mrhasan@gmail.com